ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮৭ ● কলকাতা ● ১৭ চৈত্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ৩১ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভিন্ন সুর অগ্নিমিত্রার, শুভেন্দুর পাশে দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শুভেন্দু অধিকারী বলছেন একরকম, উলটো সুর অগ্নিমিত্রা পাল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের! সংখ্যালঘু ইস্যুত রাজ্য বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। বিরোধী দলনেতা সম্প্রতি প্রকাশ্যেই বলেছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে যে মুসলিম বিধায়করা জিতবেন, তৃণমূলের টিকিটে জিতে আসা সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বিধানসভার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন! এদিকে শনিবার আবার বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন দিলীপ ঘোষ। খড়গপুরে বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের মহিলা নেত্রীদের উদ্দেশে ফের তিনি বলেছেন, "মহিলা কি পুরুষ...সে যদি রাস্তায় শুয়ে পড়ে সকলের সামনে নাটক করেন? মহিলা বলে বলছেন কেন? লিঙ্গ দেখে মহিলা? তৃণমূল মহিলাদের ব্যবহার করে নোংরা রাজনীতি করে।" দিলীপের এহেন কুরুচিকর মন্তব্য নিয়ে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট সামনে রেখে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার কৌশলে আরও কী নতুনত্ব আনা যায়, তা নিয়ে শনিবার বিজেপির সল্টলেক

এরপর ৩ পাতায়

আমাজন, ফ্লিপকার্টের গুদামে তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকার নকল সামগ্রী!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আমাজন ও ফ্লিপকার্টের গুদামে মিলল বিপুল পরিমাণে নকল জিনিসপত্র। ভারতীয় মানদণ্ড সংস্থা বিআইএস সম্প্রতি এক অভিযান চালিয়েছে দিল্লিতে। আর সেখানেই পাওয়া গিয়েছে এইসব জিনিসপত্র! জুতো থেকে গিজার, মিক্সার-সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী- কী নেই সেই তালিকায়! ভারতে অনলাইন কেনাকাটার জন্য আমাজন ও

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

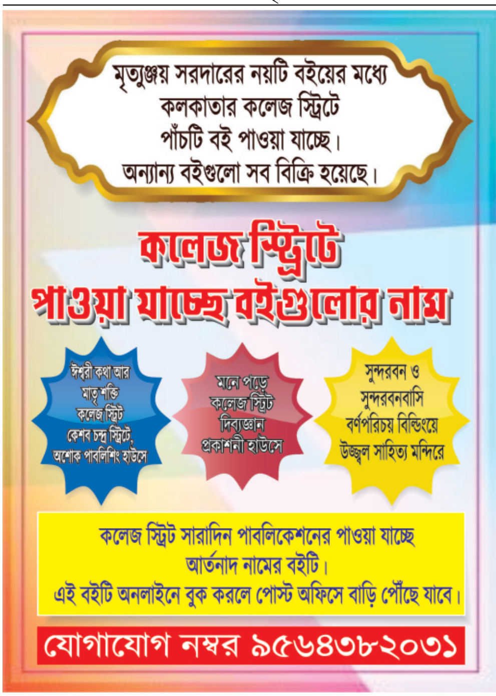

শিবানীপুরে মুক্তকণ্ঠ-র বাৎসরিক সঙ্গীতানুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

"মুক্তকণ্ঠ" পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র 'সুর-অঞ্জলি' আয়োজিত বার্ষিক সঙ্গীত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিবানীপুরে স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ গোপাল মণ্ডল। তিনি সুস্থ সুন্দর জীবন গঠনে সঙ্গীতের সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। আকাশবাণীর তবলা বাদক অরূপ নস্কর শিল্প সাধনার জন্য সংযত জীবন ও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলার আবেদন করেন। বৃহত্তর মঞ্চে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন সঙ্গীত শিক্ষক রঞ্জন মণ্ডল। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মানস শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী কেশব দাস, যোগ প্রশিক্ষক প্রবীর চাণক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক তপনকান্তি মণ্ডল।

রাগ ও ভজন পরিবেশনে এক একজন শিল্পী খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ঝলসে ওঠে। মালকোষ রাগে অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন কৃত্তিকা মণ্ডল। বাগেশ্রী রাগে রোহিনী বাগ , পূরবী রাগে অনন্যা হালদার পূরবী রাগে নিজেদের উজাড় করে দেন। বৃন্দাবনী সারেং পরিবেশন করেন রিম্পা মণ্ডল। কাফি রাগে সম্পূর্ণা কর্মকার, ভূপালি রাগে শুভাঙ্গী হালদার, জৈনপুরী রাগে ব্রততী হালদার প্রমুখ শিক্ষার্থী শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠান অনবদ্য হয়ে ওঠে। কবীরের ভজন পরিবেশন করেন ঐশানী কবিরাজ । এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান পরিবেশন করেন অভিনন্দা দাস, উষশী চক্রবর্তী, সন্দীপন মণ্ডল, তিথি সরদার,সঙ্গবি সিকদার, অঙ্কনা সামন্ত, শ্রুতি পাইক প্রমুখ শিক্ষার্থী শিল্পীরা। সঙ্গতে ছিলেন চন্দন হালদার, লক্ষ্মণ কয়াল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও শিশির পাইক।

সন্ত্রাস উড়িয়ে কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কে বিপুল জয় তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাঁথি: বিজেপির সন্ত্রাস উড়িয়ে কাঁথিতে সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে বিপুল জয় পেল তৃণমূল। প্রাক্তন মন্ত্রীকে মারধর, ভোটারদের ভয় দেখিয়েও লাভ হল না, তৃণমূলের পক্ষেই যে মানুষের সমর্থন অটুট আছে তা দেখাল কাঁথির এই ভোট। খাতা খুলতেই পারল না বিরোধী বিজেপি। সেই সঙ্গে ২৩ বছর টানা সভাপতি শুভেন্দু অধিকারীর জমানার অবসান ঘটল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।অখিল গিরি বলেন, “পুলিশের লোকটাই আমার গায়ে হাত তুলেছে। জেরক্স কপি নিয়ে এসেছে বলে ভোট দিতে দিচ্ছে না। ভোটারদের বারবার হেনস্তা করা হয়েছে।” যদিও বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। কাঁথি পুরসভার

এরপর ৩ পাতায়

প্রকাশ্যেই বিজেপির হয়ে সওয়াল 'পদ্মশ্রী' কার্তিক মহারাজের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আর রাখঢাক নয়! এবার কার্যত সরাসরি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য সওয়াল করলেন বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ। তিনি বলেন, 'যে দল হিন্দুদের কথা বলবে তাদেরই সর্মথন করব।' পাশাপাশি, রাজ্যে পরিবর্তনের কথা বলেছেন তিনি। সরকারের বিরোধিতা করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'রাজ্যের শিক্ষা ও খাদ্যমন্ত্রক জেলে, রাজ্যে পরিবর্তন দরকার।'এই মন্তব্যে তিনি যে বিজেপির ‘তাবেদারি’ করছেন সেই অভিযোগ তুলে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, “আমি ওঁকে সরাসরি সাধুর বেশ ছেড়ে বিজেপিতে চলে যান। এখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বাছা নিয়ে টানাপড়েন চলছে। এত ঝামেলা না করে সাধুর বেশ ছেড়ে উনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি হয়ে সম্মুখ-সমরে লড়াই করুক।”২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন কার্তিক মহারাজ। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা মহারাজের উদ্দেশ্যে বলেন, “এলাকায় এলাকায় গিয়ে ধর্মের নামে বিজেপির প্রচার করেন? আমি বলছি, আপনি করুন। কিন্তু বিজেপির চিহ্নটা বুকে লাগিয়ে করুন। ধর্মের নামে কেন, লুকিয়ে লুকিয়ে কেন?” সেই মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু সেই দিন মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন। তা মহারাজের সম্প্রতি মন্তব্যে একপ্রকার পরিষ্কার।

এক সংবাদমাধ্যমে কার্তিক মহারাজ দাবি করেন, হিন্দুরা আক্রান্ত। যারা হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবে, তাদের কথা বলবে সেই দলকেই তাঁরা ভোট দেবেন। তিনি বলেন, “বাঙালিদের ভাবার সময় এসেছে। যে দল দেশের কথা, হিন্দুর কথা বলবে তাদেরই সর্মথন করব।” পাশাপাশি বাংলার পরিবর্তন দরকার বলে দাবি করেছেন তিনি। মহারাজের বক্তব্য, “শিক্ষা ও খাদ্যদপ্তর জেলে। শিক্ষা ব্যবস্থার হাল খারাপ।” ওয়াকিবহলে মত, বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের খেলায় তিনিও শরিক হয়ে উঠলেন।

(১ম পাতার পর)

ভিন্ন সুর অগ্নিমিত্রার, শুভেন্দুর পাশে দিলীপ

অফিসে রাজ্য নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। মিডিয়া প্যানেলিস্টদের ভূমিকাই বা কী হবে, তা নিয়েও পার্টির গাইডলাইন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।এনিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এতে বাংলার সংখ্যালঘু মানুষ ক্ষুব্ধ হবেন, বুঝে সাবধানী দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, "সংখ্যালঘুরা আমাদের বিশ্বাস করছে না। রাগ-দুঃখ থেকে হয়তো আমাদের শীর্ষ নেতারা বলছেন, মুসলমান ভোট দরকার নেই। কিন্তু আমাদের সকলের ভোট দরকার। কোনও ধর্ম হিসেবে আলাদা করতে চাই না।" অগ্নিমিত্রার পাশাপাশি দলের আরেক সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়েরও বক্তব্য, "বিজেপি কোনও ভেদাভেদের রাজনীতি করে না।" রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা একথা বললেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দেগে চলেছেন শুভেন্দু। তাঁর 'চ্যাংদোলা' হুমকিতে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা-কর্মীদের মধ্যেও। যদিও এই ইস্যুতে কার্যতঃ শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ শনিবার বলেছেন, "একশোবার বিভাজন করব। কেউ যদি মুসলিমদের নিয়ে রাজনীতি করে তাহলে হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতি করার অধিকার বিজেপির আছে।" সবমিলিয়ে, মুসলিম ইস্যু নিয়ে রাজ্য বিজেপির মতানৈক্য প্রকট হয়ে উঠেছে।

(১ম পাতার পর)

আমাজন, ফ্লিপকার্টের গুদামে তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকার নকল সামগ্রী!

ফ্লিপকার্ট, এই দুই সংস্থার নাম শুরুতেই থাকে।

গত একমাস ধরে দেশজুড়ে এই অভিযান চলছে বলে খবর। বিআইএসের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও সংস্থা অনুমোদন ছাড়া এসব পণ্য বিক্রি করে, তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এই বিষয়ে কী বলছে ওই দুই সংস্থা? আমাজনের তরফে একটি বিবৃতি পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই সংস্থা ভারতে একটি মার্কেটপ্লেস পরিচালনা করে। আইন, নিয়মকানুন ও সংস্থার নীতি মেনে চলার দিকেও জোর দেওয়া হয়। কোনও অভিযোগ এলে যথাযথ ব্যবস্থাও করা হয়।তাদের গুদামেই এই বিপুল সংখ্যায় নকল জিনিসপত্র মেলায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বলে খবর।

গত ১৯ মার্চ দিল্লির মোহন কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আমাজনের গুদামে হানা দেন তদন্তকারীরা। তদন্ত শুরুর পরেই হতবাক হন তাঁরা। কারণ, মজুত থাকা অনেক জিনিসপত্রই সেখানে নকল বলে দেখা যায়। গুদামের মধ্যে মিক্সার গ্রাইন্ডার, গিজার-সহ বহু ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র ছিল। অনেক জিনিসের গায়ে বাধ্যতামূলক আইএসআই মার্ক ছিল না আবার অনেক জিনিসের গায়ে জাল আইএসআই মার্ক বসানো ছিল।

ওই গুদামে দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টা ধরে চলে খানাতল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, অভিযানে সাড়ে তিন হাজারের বেশি জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলির মোট বাজারমূল্য ৭০ লক্ষ টাকা। ফ্লিপকার্টের গুদামেও এরপর অভিযান চালানো হয়। সেখানে পাওয়া গিয়েছে নিম্নমানের স্পোর্টস সু। সেখান থেকে মোট ৫৯০ জোড়া জুতো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি তৈরির সঠিক তারিখও উল্লেখ ছিল না। ছিল না কোনও আইএসআই মার্কও। বাজেয়াপ্ত ওই জুতোর বাজারদর প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।

কেবল দিল্লি নয়, বিআইএসের তদন্তকারীরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়েছেন। গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, লখনউ-সহ একাধিক জায়গার ফ্যাক্টরিতেও হানা দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। ৭৬৯ ধরনের প্রচুর জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আইএসআই মার্কও ছিল না বলে খবর। তামিলনাড়ুতেও অভিযান চালানো হয়েছে। পুদুভয়াল এলাকার আমাজনের গুদামে হানা দেওয়া হয়। ফ্লিপকার্টের কোড়ুভাল্লি গুদামেও চলে তল্লাশি অভিযান। আমাজনের গুদাম থেকে উদ্ধার হয়েছে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সিলিং ফ্যান, বাচ্চাদের খেলনা, ডায়াপার-সহ জলের বোতল। বাজেয়াপ্ত হয়েছে মোট ৩৩৭৬টি জিনিস। ফ্লিপকার্টের গুদাম থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৫৮টি ডায়াপার, স্টেনলেস স্টিলের বোতল। বাজারমূল্য ৩৬ লক্ষ টাকা।

(২ পাতার পর)

সন্ত্রাস উড়িয়ে কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কে বিপুল জয় তৃণমূলের

চেয়ারম্যান তথা কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি পালটা বলেন, "চোরের মায়ের বড় গলা। মানুষ নেই, জনবল নেই, ভোটার নেই। এখন পিঠ বাঁচাতে হবে। তাই শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালারা মিথ্যে অভিযোগ করে সকাল থেকে মাঠ গরমের চেষ্টা করেছেন। হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে।" তবে এই বিপুল জয়ের খবরে আবির খেলা শুরু হয়ে যায়। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, "মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে যে রয়েছে তা এই বিপুল জয় প্রমাণ করে। কাঁথিতে অধিকারী মিথ আগেই ভেঙে চুরমার হয়েছিল। এদিন আবারও কাঁথিতে অধিকারী রাজত্বের যে পতন হয়েছে তা প্রমাণিত হল। এই জয়ে সমবায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের নেতা আশিস চক্রবর্তী জানান যে, পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে সমবায়ের ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর যে মৌরসিপাট্টা চলছিল বর্তমানে সাধারণ মানুষ তা ভেঙে দিয়েছে। তিনটি ব্যাঙ্ক যথাক্রমে তমলুক এআরডিবি, কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্কের যে দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা চলছিল, সুস্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ তা শেষ করেছেন।" যদিও কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সোমনাথ রায় বলেন, "ভোটের নামে দিনভর নাটক আর প্রহসন হয়েছে। তৃণমূল বুথ ভাঙচুর করেছে, ভোটার স্লিপ কেড়ে নিয়েছে। মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে এর উত্তর দেবেন।"কাঁথি কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ কার্ড ব্যাঙ্কের ১১টি কেন্দ্রে ভোট হয় শনিবার। ৭৮টি আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই ১৮টি আসনে জয়ী হন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী। বাকি ৬০ আসনে শনিবার ভোট গ্রহণ হয়। ভোট শুরুর পরেই কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রের থেকে কিছুটা দূরে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এদিকে এদিন কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রামনগর কলেজ চত্বর। আক্রান্ত হন তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি। অভিযোগ, সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট কেন্দ্রে ব্যাঙ্কের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও ভোটারদের ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ। তার প্রতিবাদ করতেই আক্রান্ত বলে দাবি অখিলের।

সম্পাদকীয়

অক্ষয় তৃতীয়াতে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন! তার আগেই দিঘা নিয়ে বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

দিঘায় এবার পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে জগন্নাথ মন্দির। সব ঠিক থাকলে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে এবার দিঘার আইনশৃঙ্খলা এবং নজরদারির জন্য পৃথকভাবে উচ্চ পদমর্যাদার এক অফিসারকে রাখতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট।ভয়ে তাদের কথা শুনতে বাধ্য হন যুবতী। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি তার অশ্লীল ফটো এবং ভিডিয়ো তুলে রাখা হয়। তারপর সেইসব ছবি-ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টানা দু'দিন ধরে ওই যুবকরা তার উপর যৌন নির্যাতন চালায়। এরপরই ওই যুবকের বিরুদ্ধে বাঁশদ্রোণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁশদ্রোণী থানা 'জিরো' এফআইআর দায়ের করে তা দিঘা থানায় পাঠিয়ে দেয়।এক যুবতীর করা মামলার প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ ছিল, দিঘায় হোটেলগুলিতে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। বাড়তি টাকা রোজগারের আশায় পর্যটকদের নথি ঠিকমতো যাচাই না করে হোটেল ভাড়া দেওয়ার মত অভিযোগও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে নজরদারি বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়েছিল। সেই মামলাতেই এবার উচ্চ পদমর্যাদার এক অফিসারকে রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অভিযোগ, দিঘা থানার পুলিশ তদন্তে ঢিলেমি করেছে। এরই মধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে অভিযুক্ত যুবক। এরপরই সুবিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই তরুণী। সেই মামলাতেই অভিযুক্তকে দেশে ফেরাতে দ্রুত বিদেশ মন্ত্রক এবং পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। অভিযোগের ভিত্তিতে দিঘা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। যে কোনো ধরণের অপরাধ দমনে উচ্চ পদমর্যাদার এক অফিসারকে নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

মানসী । তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।। মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ । তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।। আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী। (দেবীভাগবত পুরাণ) প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না। দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র, তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা । মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে । "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ ,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

লন্ডন সফর করে মুখ্যমন্ত্রী ফিরলেন কলকাতায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- বিলেত সফর শেষ। কলকাতায় ফিরলেন বাংলার মুখ্যয়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরের বাইরে তৃণমূলকর্মীদের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মতো। দমদম বিমানবন্দরে নামতেই শুরু হয় তুমুল উচ্ছাস। স্লোগান উঠল বিমানবন্দরের বাইরে। দমদম বিমানবন্দরে নেমেই তিনি গাড়িতে উঠে পড়েন। বিশ্ব হৃদয় জয় করে ফিরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সু স্বাগতম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই নানা ব্যানার নিয়ে হাজির ছিলেন তৃণমূল কর্মীকে। তাঁকে দেখেই উঠল দিদি দিদি ডাক।সবুজ কালিতে লেখা ব্যানারে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। তিনি সবাইকে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়েন। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ভিড় করেছিলেন প্রচুর দলীয় কর্মী, সমর্থক। সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে উচ্ছ্বসিত। স্লোগান ওঠে - 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ!' আসাযাওয়া ও লন্ডনে থাকা শেষে ৮ দিন পর মুখ্যমন্ত্রী শহরে ফিরছেন। ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের দেখে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর গাড়িতে উঠে চলে যান।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি দেব তখন বললেন ওহে ভগবান ,আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় ।ব্রন্মভা তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফের বেলাগাম দিলীপ ঘোষের

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

ফের বেলাগাম দিলীপ ঘোষ। এবার প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরিকে লাঠিপেটার নিদান দিলেন তিনি। শনিবার কাঁথির সমবায় ব্যাংকের ভোট কেন্দ্র করে অশান্তিতে তৃণমূলকেই নিশানা করলেন। সব ভোটেই অশান্তি ছড়ানোই তৃণমূলের কাজ বলে অভিযোগ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির।রবিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ বলেন, 'অখিল গিরি গতকাল গুন্ডামি করেছেনঅখিলকে মারেনি কেন, ওঁকে মেরে বের করে দেওয়া উচিত ছিল।" কাঁথির সমবায় ভোটে অখিল গিরির বিরুদ্ধে দাপাদাপির অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই ইস্যুতেই তোপ দাগলেন দিলীপ। একইসঙ্গে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেন তিনি। তাঁর দাবি, "সমস্ত ভোটেই অশান্তির অ্যাজেন্ডা তৃণমূলের। একজন বিধায়ক ভোটকেন্দ্রে অশান্তি করবে তো চুপ করে থাকবে লোকে? লাঠি দিয়ে মেরে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল।"

কাঁথি কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ কার্ড ব্যাঙ্কের ১১টি কেন্দ্রে ভোট হয় শনিবার। ৭৮টি আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই ১৮টি আসনে জয়ী হন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী। বাকি ৬০ আসনে শনিবার ভোট গ্রহণ হয়। ভোট শুরুর পরেই কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রের থেকে কিছুটা দূরে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এদিকে এদিন কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রামনগর কলেজ চত্বর। আক্রান্ত হন তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি। অভিযোগ, সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট কেন্দ্রে ব্যাঙ্কের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও ভোটারদের ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ। তার প্রতিবাদ করতেই আক্রান্ত বলে দাবি অখিলের। বলেন, "পুলিশের লোকটাই আমার গায়ে হাত তুলেছে। জেরক্স কপি নিয়ে এসেছে বলে ভোট দিতে দিচ্ছে না। ভোটারদের বারবার হেনস্তা করা হয়েছে।" যদিও বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। এ বিষয় নিয়েই এদিন তোপ দাগলেন দিলীপ।

ঈদ ও রামনবমী নিয়ে কড়া প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- মুখ্যমন্ত্রী লন্ডন সফর করে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। সামনেই দুটো বড়ো ধর্মীয় উৎসব - ঈদ ও রামনবমী। আর এখনো রাজনীতি মানেই 'ধর্মীয় রাজনীতি'। ফলে গত কয়েক বছরের মতো এবারও যথেষ্ট ভয়ের সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার লাগিয়ে হিংসা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এমনকী রামনবমীতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ছক তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন আইজি (এডিজি), আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম এবং দক্ষিণবঙ্গের এডিজি সুপ্রতিম সরকার। একই সঙ্গে মানুষকে কোনও প্ররোচনা পা না দেওয়ার বার্তা দিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনারও। তিনি জানিয়েছেন, গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার ছড়ানো কোনও কিছুতে বিশ্বাস না করারও বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইদ এবং রামনবমীর আগে উত্তপ্ত হচ্ছে বাংলা। এবার রামনবমী বিশাল বড় করে পালনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এমনকী এক কোটি মানুষ পথে নামবে বলেও বার্তা দেওয়া হয়েছে।এই প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আইজি (এডিজি), আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম এবং দক্ষিণবঙ্গের এডিজি সুপ্রতিম সরকার। আর সেখানেই একের পর এক বিস্ফোরক দাবি। তাঁরা বলেন, 'ইদ এবং রাম নবমীর আগে কোনও পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হয়'। বিভিন্ন পোস্টার লাগানো হচ্ছে। এই বিষয়ে পুলিশ সতর্ক। এমনকি একাধিক ধারায় কেসও রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। আর সেই ধারাগুলি হল বিএনএসের ১৯৬(১), ২৯৯, ৩৫৩, ৩৫৩(২), ৬১(২)। তবে কার বিরুদ্ধে এই মামলা এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা হয়নি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

নববর্ষের আগে উদ্বোধন কালীঘাটে স্কাইওয়াক

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

কলকাতা শহরের কালীঘাটে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হতে চলেছে বাংলা নববর্ষের আগের সন্ধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এই স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করবেন। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের আগের দিন কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে, আর এবার সেই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন।২০১৮ সালে কালীঘাট স্কাইওয়াক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও, কাজ শুরু হয় ২০২১ সালে। করোনা মহামারির কারণে নির্মাণকাজে একাধিক বাধা আসে, যার ফলে একাধিক বার কাজ থমকে যায়। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ২০২২

সালের জানুয়ারিতে প্রকল্পের কাজ পুনরায় জোরকদমে শুরু হয়। প্রকল্পের উদ্বোধন না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা, যেমন নিকাশি নালা এবং পাইপলাইন সংক্রান্ত বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, তবে এখন সবকিছু শেষ করে স্কাইওয়াকের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে পৌঁছেছে।স্কাইওয়াকটি প্রায় ৫০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১০ মিটার চওড়া, যা পুণ্যার্থীদের কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছানোর যাতায়াত সহজ করে তুলবে। কলকাতা পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, এর নির্মাণকাজের প্রাথমিক বাজেট ছিল ৭৭ কোটি টাকা, তবে নানা কারণে খরচ বেড়ে প্রায় ৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।এছাড়াও, স্কাইওয়াক নির্মাণের জন্য রিফিউজি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এবং তাঁদের পুনর্বাসন করে কালীঘাটের নতুন এসি মার্কেটে ফিরে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি কালীঘাটের পরিবেশও উন্নত হয়েছে।কালীঘাটের স্কাইওয়াক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার পুণ্যার্থীরা আরও সহজভাবে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন, যা বিশেষ করে পয়লা বৈশাখে বিশাল সংখ্যক দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর আগে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও একইভাবে স্কাইওয়াক নির্মাণ করা হয়েছিল, যা পূণ্যার্থীদের জন্য একটি সুরক্ষিত এবং সুবিধাজনক যাতায়াত ব্যবস্থা সরবরাহ করেছে।এখন, কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হয়ে গেলে দক্ষিণ কলকাতায় মন্দির দর্শনে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য এটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করবে।

পুতিনের গাড়িতে বিস্ফোরণ, তুমুল চাঞ্চল্য রাশিয়ায়

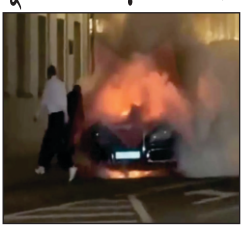

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরকারি গাড়িবহরের একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গাড়িটি রুশ গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবির সদর দপ্তরের কাছে থাকা অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়। তবে বিস্ফোরণের সময় গাড়িটিতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, ২৯ মার্চ মস্কোর লুবিয়াঙ্কার কাছে অবস্থিত এফএসবি সদর দফতরের পাশে একটি রাস্তায় এই বিস্ফোরণ ঘটে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, আশপাশের লোকজন দ্রুত এসে গাড়ির আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিস্ফোরণের পরপরই গাড়ির ইঞ্জিন থেকে আগুন ধরে যায়, যা পরে পুরো গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিস্ফোরণের সময় গাড়িতে কে ছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দ্য সান আরও জানায়, ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি, তবে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে। বিস্ফোরিত হওয়া গাড়িটি একটি অত্যন্ত দামি লিমুজিন। যার মূল্য প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড। এটি রুশ প্রেসিডেন্টের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ ছিল। ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে, পুতিনকে হত্যার উদ্দেশ্যেই হয়তো গাড়িটিতে বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান, ১৬ মাওবাদী নিহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে অন্তত ১৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। অভিযানে দুই নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দু এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। নিহত মাওবাদীদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজ চলছে।

পুলিশের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার কেরালাপাল থানার এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির গোপন তথ্য পাওয়ার পর শুক্রবার এই অভিযান শুরু করা হয়। তথ্যের ভিত্তিতে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) একটি যৌথ দল অভিযান চালায়। শনিবার সকাল ৮টা থেকে মাওবাদীদের সঙ্গে টানা বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, যা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে।

স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে পুলিশ জানায়, অভিযানের পর ঘটনাস্থল থেকে ১৬ জন নিহত মাওবাদীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও একে-৪৭, এসএলআর, ইনসাস রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, রকেট লঞ্চার ও বিস্ফোরকসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানে অংশ নেওয়া এক কর্মকর্তা বলেন, এনকাউন্টারে দুই ডিআরজি জওয়ানও আহত হয়েছেন, তবে তারা শঙ্কামুক্ত এবং তাদের চিকিৎসা চলছে।

এটি গত ১০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বড় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান। এর আগে ২০ মার্চ বিজাপুর-দান্তেওয়াড়া অঞ্চলে আরও ২৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছিল। চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে অন্তত ১১৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। বাস্তার অঞ্চলের সাতটি জেলা-যার মধ্যে বিজাপুর, সুকমা ও দান্তেওয়াড়া অন্তর্ভুক্ত-সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর এই ধরনের অভিযানের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

সিনেমার খবর

উত্তম কুমারের শেষ যে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি সুচিত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

উত্তর কুমার, বাংলা তথা ভারতের অন্যতম সেরা অভিনেতা। তিনি মহানায়ক। হাজার হাজার নারী ভক্তের মনে ছিল যার বাস। আজও পর্দায় তিনি থাকা মানেই নারীদের মন পলকে জয় করে নিয়ে থাকেন। সেই উত্তম কুমারকে নিয়ে আজও চর্চা তুঙ্গে। তার স্টাইল, তার ব্যক্তিজীবন, তার অভিনয় ভঙ্গি সবটাই দর্শকেরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন।

পর্দায় যেসব অভিনেত্রীদের সঙ্গে তার সমীকরণ তৈরি হয়েছিল, সবার মনেই বিশেষ ছাপ ফেলে গিয়েছিলেন তিনি। তবে যে জুটি যুগের পর যুগ দর্শক মনে রাজত্ব করে চলেছেন, সেই জুটি হলেন উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন। এই জুটির মধ্যে থাকা সম্পর্ক নিয়ে একাধিকবার জল্পনা তুঙ্গে উঠতে দেখা যায়। কেউ কেউ ছড়িয়েছিলেন পরকীয়ার গুজব কেউ কেউ ছড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে সম্পর্কের খবরও। তবে এই প্রসঙ্গে জল্পনা যতই হোক না কেন, দুই স্টারকে পর্দায় একসঙ্গে দেখার আবেদন বারবার করেছেন ভক্তরা।

উত্তম কুমার, হঠাৎই মাঝ পথে থেমে গিয়েছিল তার পথচলা। হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে যায় উত্তম কুমারের। শুটিং সেট থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। শেষ সময় জানিয়েছিলেন সুচিত্রা সেনকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। তেমনটা জানানোও হয়েছিলেন অভিনেত্রীকে।

উত্তম কুমার যখন মৃত্যুশয্যায়, এমন সময় তিনি সুচিত্রাকে একবার দেখবেন বলে ইচ্ছাপোষণ করেন। যদিও সেই ফোনের খুব একটা ফল মেলেনি। কারণ একটাই, সুচিত্রা সেন সময় করে উঠতে পারেননি। যথা সময়ে উত্তম কুমারের কাছে যেতে পারেননি তিনি। শুটিং শিডিউলে তিনি এতটাই ছিলেন ব্যস্ত। তার সাতদিন পরই উত্তম কুমারের প্রয়াণ ঘটে। শেষ ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে যায়।

উত্তম কুমার চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে আড়াল করেন সুচিত্রা সেন। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন সবার থেকে। কাছের মানুষ ছাড়া আর কারো সঙ্গেই দেখা করতেন না তিনি।

৭০০ কোটি বাজেট নিয়ে ঝামেলায় হৃতিকের 'কৃষ ৪'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

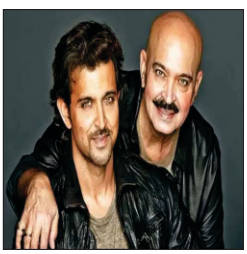

হৃতিক রোশান ও রাকেশ রোশানের ফ্র্যাঞ্চাইজি 'কৃশ' ভারতের জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম । এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সিনেমা হৃত্বিক রোশান অভিনীত 'কৃশ ৪' আসছে বলে শোনা যাচ্ছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। তবে বাজেট জটিলতায় সিনেমাটি হোঁচট খেতে চলেছে বলে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। গেল বছর এই সিনেমার পরিচালক রাকেশ রোশান জানিয়েছিলেন 'কৃশ ৪' এর কাজ হবে এই বছরেই। কিন্তু বছর না ঘুরতেই সেই কথা রাখতে পারছেন না তিনি।

রাকেশ সিনেমার জন্য বাজেট ধরেছেন ৭০০ কোটি রুপি। তাতেই নাকি বেঁকে বসছেন প্রযোজকেরা। কোনো প্রযোজনা সংস্থা বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করতে এবং এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। 'কৃশ' ফ্র্যাঞ্চাইজির সূচনা ২০০৩ সালে। প্রথমটি সাড়া তোলা 'কোই মিল গ্যায়া'; এরপর ২০০৬ সালে 'কৃশ' ও ২০১৩ সালে আসে 'কৃশ ৩'। তিনটি সিনেমাই বক্স অফিসকে সন্তুষ্ট করেছে।

পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। আনন্দ ও হৃত্বিক দুজনে অনেকদিনের বন্ধু । হৃত্বিক প্রথমে আনন্দকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কোনো স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তি করার জন্য, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। এখন শোনা যাচ্ছে, আনন্দ ও তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মারফিক্স এ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকছে না।

হৃতিক এবং রাকেশ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন স্টুডিওর সাথে কথা বলে একটি ভালো চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন 'কৃশ ৪' ফিল্মক্রাফট এবং অন্য একটি বড় স্টুডিওর যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হতে পারে। আগে বলা হয়েছিল, চলতি বছরের শেষের দিকে 'কৃশ ৪' এর কাজ শুরু হবে। এখন ধারণা করা হচ্ছে, সিনেমার কাজ পেছাবে ২০২৬ সাল নাগাদ।

'সিকান্দার' সিনেমার প্রস্তাবে পরিচালককে যে প্রশ্ন করেন সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে 'সিকান্দার'। সিনেমাটি নিয়ে ইতোমধ্যে দর্শকের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। খুনের হুমকির মধ্যেই এই সিনেমার শুটিং করেছেন সালমান খান। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের একের পর এক খুনের হুমকি পেলেও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শুটিং করেছেন তিনি। কিন্তু প্রথমে পরিচালকের থেকে সিনেমার চিত্রনাট্য শুনেই চলে গিয়েছিলেন সালমান।

পরিচালক এআর মুরুগাদোস নিজেই জানিয়েছেন এই ঘটনার কথা। ৩০ মিনিট চিত্রনাট্য শুনেই উঠে চলে গিয়েছিলেন সালমান খান। পরে অবশ্য তিনি ফিরে আসেন। সালমান ফিরে এসে বলেন, আমি কিন্তু দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করি। আপনি পারবেন তো?

মহারাষ্ট্রে অক্ষয় কুমার অভিনীত 'হলিডে' সিনেমার শুটিং করছিলেন এআর মুরুগাদোস। তখনই সালমানের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়। প্রথম সাক্ষাতেই ভাইজানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন সালমান। তার কয়েক বছর পরে একটি কোরিয়ান সিনেমার রিমেক নিয়ে মুরুগাদোসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন সালমান খান। কিন্তু রাজি হননি পরিচালক। মুরুগাদোস স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, নিজের লেখা চিত্রনাট্য ছাড়া বলিতারকাদের সঙ্গে কাজ করবেন না।

করোনা মহামারির সময়ে প্রযোজক সাজিদ নাদিওয়ালা দ্বারস্থ হন মুরুগাদোসের। এর ঠিক কয়েক মাস পরেই 'সিকান্দার'-এর চিত্রনাট্য পড়ে শোনাতে সালমানের বাড়ি 'গ্যালাক্সি'তে যান তিনি। চিত্রনাট্য শুনে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেননি সালমান। শুধু প্রশ্ন করেছিলেন, পরিচালক টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন কিনা? এই প্রশ্ন শুনেই পরিচালক বুঝেছিলেন, চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে ভাইজানের।

মুম্বাইয়ের দ্বিতীয় হার, জয় পেল গুজরাট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবারের আইপিএলে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হারলো মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। অপরদিকে প্রথম জয় পেল গুজরাট টাইটান্স।আহমেদাবাদে শুবমান গিলের দল ৩৬ রানে হারায় হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বাইকে।

শুরুতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৬ রান তুলেছিল গুজরাট। জবাবে ৬ উইকেটে ১৬০ রানে থামে মুম্বাইয়ের ইনিংস। বড় লক্ষ্যে নেমে ফের হতাশ করেন অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা। রায়ান রিকেলটনও ব্যর্থ। এই দুজনেই বোল্ড করেন মোহাম্মদ সিরাজ। এরপর তিলক বর্মা-সূর্যকুমার যাদবের জুটি জমে গিয়েছিলো। রান খরা কাটানোর আভাস দিচ্ছিলেন সূর্যকুমার। ৬২ রানের জুটি থামে তিলকের বিদায়। তিলক ৩৬ বল খেলে করেন ৩৯ রান। এই চাপ গিয়ে পড়ে বাকিদের ওপর। সূর্যকুমার ২৮ বলে ৪৮ করলেও আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি মুম্বাই। অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ১৭ বলে করে মাত্র ১১। আর তাতেই নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ১৬০ রানে থামে মুম্বাইয়ের ইনিংস।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরু পায় গুজরাট। দুই ওপেনার মিলে তুলে ফেলেন ৭৮ রান। ৩৮ করে গিলের বিদায়ের পর দ্রুত ৩৯ করেন বাটলার। সুদর্শন এক প্রান্ত ধরে রাখায় দল ছিলো থিতু। ৪১ বলে তিনি করেন সর্বোচ্চ ৬৩ রান। পরে ক্যারিবিয়ান শেরফাইন রাদারফোর্ড নেমে করেন ১১ বলে ১৮। শেষ দিকে প্রত্যাশিত রান না এলেও দুইশোর কাছে চলে যায় তারা। এদিন অধিনায়ক গিল ২৭ বলে করেছেন ৩৮ রান। এই রান করার পথেই আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আইপিএলে ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন গিল।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরেই ফের শাস্তি পেলেন হার্দিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে হারের পর নতুন করে শাস্তির সম্মুখীন হলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। মন্থর ওভার রেটের কারণে তাকে গুনতে হলো আর্থিক জরিমানা।

রোববার এক বিবৃতিতে আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আচরণবিধির ২.২ ধারা লঙ্ঘন করায় হার্দিককে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। চলতি আসরে এটি মুম্বাইয়ের প্রথম মন্থর ওভার রেটের ঘটনা হওয়ায় এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

শনিবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ ওভার শুরু করতে ব্যর্থ হয় মুম্বাই। ফলে তাদের ৩০ গজ বৃত্তের মধ্যে একজন অতিরিক্ত ফিল্ডার রাখতে হয়। এর সঙ্গে এবার আর্থিক জরিমানাও পেলেন হার্দিক। চলতি মৌসুমে মন্থর ওভার রেটের কারণে শাস্তি পাওয়া প্রথম অধিনায়কও তিনি।

গত মৌসুমে রোহিত শর্মার পরিবর্তে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বে আসেন হার্দিক। তবে পরিবর্তন দলের জন্য শুভ হয়নি। ১৪ ম্যাচে মাত্র ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে ছিল মুম্বাই। সেই মৌসুমে তিনবার মন্থর ওভার রেট করায় এক ম্যাচ নিষিদ্ধও হতে হয়েছিল হার্দিককে। যদিও এবার সেই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমেও মুম্বাইয়ের শুরুটা হতাশাজনক। প্রথম দুই ম্যাচেই হারতে হয়েছে তাদের। চেন্নাই সুপার কিংসের পর গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষেও জয়ের দেখা পায়নি পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৬ রান সংগ্রহ করে গুজরাট। জবাবে লড়াইয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৬০ রানেই থেমে যায় মুম্বাইয়ের ইনিংস। ফলে ৩৬ রানের পরাজয় বরণ করতে হয় তাদের।

বল হাতে ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন হার্দিক পান্ডিয়া। তবে ব্যাটিংয়ে ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। ১৭ বলে মাত্র ১১ রান করে বিদায় নেন তিনি, যেখানে ছিল মাত্র একটি চার।

হুইলচেয়ারে থাকলেও চেন্নাই আমাকে দলে নেবে : ধোনি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে আলোচনা। তবে ৪৩ বছর বয়সী ভারতের সাবেক অধিনায়ক কোনো ধরনের চিন্তা বা চাপ অনুভব করছেন না। উল্টো মজা করে তিনি বলেছেন, 'হুইলচেয়ারে থাকলেও চেন্নাই আমাকে নেবে।'

রবিবার রাতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে, ধোনি জিও স্টারকে বলেছেন,'চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে যতদিন আমি খেলতে পারি, খেলবো। এটা আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমনকি আমি হুইলচেয়ারে থাকলেও তারা আমাকে খেলাবে।'

২০০৮ সালে নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে যৌথভাবে পাঁচবার আইপিএল শিরোপা জিতেছেন ধোনি। আগামী জুনে ৪৪ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছেন তিনি। বর্তমানে ধোনি উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলছেন এবং নিজের ভূমিকা পালনে তিনি এখনও ব্যস্ত।

ধোনি এখন আর সব ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নামেন না। তবে, শেষ দিকে কয়েকটি বল খেলার জন্য উইলোর সঙ্গে মাঠে নামেন এবং এতে তাকে সফলতাও পেয়েছেন। গত মৌসুমে ২০০.৫৫ স্ট্রাইকরেটে ১৬১ রান করেন, যেখানে ১৩ ছক্কা ও ১৪ চারের মার ছিল।

চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড ধোনির ব্যাপারে বলেন, '৪৩ বছর বয়সে সে যা করছে, তা সত্যিই অসাধারণ। গত দুই বছর ধরে আমরা কিছু নির্দিষ্ট শক্তির দিক অনুসরণ করে আসছি। তাই আমার মনে হয়, এবারও তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না। আশা করি, সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে যাবে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR